Education and agriculture also should be improved on Co-operative lines for which unselfish hearts and indefatigable spirits were necessary.

On the subject of industry, the President spoke with the finest fervour and the most genuine zeal of heart. He did not wish that the industry of the land should lie any longer in the hands of the illiterate populace but hoped that we should take, even while we are Students, an active part in promoting its cause. "We should Co-operate and Co-operate heartily,"—is the precept which he taught, in collecting capital from among the student-community to organise large-scale production within the country and many would follow our track in no distant future.

With this wish and sincere hope, he resumed his seat and shortly after the meeting dispersed with the usual vote of thanks to the chair. The subject to be discussed at the next meeting is, "Communalism v.s. individualism as the basis of the industrial organisation in India."

SISIRKUMAR HAR,
*Hony Secy. to the Economics Association.*

---

# ভারতের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা ও তাহার উন্নতিবিধান।*

ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, বৎসরের পর বৎসর ভারতের দৈন্য-দুর্দ্দশা বর্দ্ধিত হইতেছে, ভারতবর্ষ আত্ম-নির্ভরশীল না হইয়া সকল বিষয়ে পরমুখপ্রেক্ষী হইয়া পড়িতেছে।

আজ আমাদের এই অবস্থা! কিন্তু পূর্ব্বে ভারতের ত এমন অবস্থা ছিল না। রামায়ণ-মহাভারতের প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারতের অবনতি এরূপ প্রকট হয় নাই। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ভারত সুজলা সুফলা ছিল, ভারতের উর্ব্বর কৃষিক্ষেত্রসমূহ শস্যশ্যামল হইয়া হাসিতে থাকিত, ভারতের বন্দরে বন্দরে অসংখ্য ভারতীয় অর্ণবপোত ভারতজাত পণ্য বহন করিয়া দেশ বিদেশে লইয়া গিয়া ভারতের অর্থাগম করিত। তখন ভারতের বাগান বাগিচা পত্রপুষ্পে

---

* একনমিক্‌স্ এসোসিয়েশনের দ্বিতীয় অধিবেশনে পঠিত। (৫ই মার্চ্চ ১৯১৬)

ফলেমূলে এবং নদনদী, দীর্ঘিকা, তড়াগ প্রভৃতি জলাশয়-সমূহ মৎস্যে পরিপূর্ণ ছিল। তখন সুস্থ সবল গ্রামবাসিগণ আপনাদের ক্ষেত্রোৎপন্ন শস্যে জীবন-ধারণপূর্ব্বক নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে কালহরণ করিত। তখন গ্রামে গ্রামে হরিসংকীর্ত্তন, টোলে টোলে বিদ্যালোচনা এবং গৃহে গৃহে "বার মাসে-তের পার্ব্বণ" হইত। তখন জনসাধারণ বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য আদালতে ছুটিয়া না গিয়া গ্রাম্যমণ্ডলের নিকট সুবিচারপ্রার্থী হইত এবং ব্যবহারাজীবগণের উদরপূর্ত্তি না করাইয়া বিনা-ব্যয়ে সুবিচার লাভ করিত। তখন গ্রামে গ্রামে গ্রাম্যশিল্পিগণ স্থানীয় অভাব পূর্ণ করিত এবং সন্ধ্যাসমাগমে কার্য্যাবসরে, যাত্রা, কথকতা, তর্জ্জা, কবির লড়াই অথবা গ্রামের সার্ব্বজনীন 'দাদাঠাকুরের' শ্রীমুখনিঃসৃত রামায়ণ-মহাভারত শ্রবণ করিয়া সীতা-সাবিত্রীর দুঃখে গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করিত।

কিন্তু সে কাল আর নাই। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভীষণ ঘাত-প্রতিঘাতে ভারতের সে সুখময় দিন চলিয়া গিয়াছে। এখন ইংরাজ শাসনের মহিমায় আমাদের দেশে ঘোর পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইয়াছে। এখন দেশের চারিদিকে রেলরাস্তা, গ্রামে গ্রামে পোষ্ট অফিস, টেলিগ্রাফের তারে দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। যাতায়াতের ও সংবাদ-প্রেরণের অশেষবিধ সুবিধা হইয়াছে। এখন চির গৃহপ্রিয় ভারতবাসী ম্যালেরিয়া প্লেগ প্রভৃতি লোকক্ষয়কর মহামারী-ভয়ে ভীত হইয়া পূর্ব্বপুরুষগণের পদরজঃপূত শতস্মৃতিবিজড়িত পৈতৃক বাস-ভবন পরিত্যাগ করিয়া দলে দলে সহরে আসিয়া বসবাস করিতেছেন, জোতজমা ত্যাগ করিয়া অথবা প্রজাবিলি করিয়া চাকুরীজীবী হইতেছেন, বাবু সাজিতেছেন। সহরের বিলাসিতা-বিষ এখন আবার সুদূর পল্লীগ্রামেও প্রবেশ করিতেছে। এখন পল্লীগ্রামে ধুতি, উড়ানি ও চটিজুতার পরিবর্ত্তে শার্ট, কোট ও বিলাতী জুতা ব্যবহৃত হইতেছে, সাবান, এসেন্স, রুজ পাউডার প্রভৃতি পাশ্চাত্য বিলাসোপকরণসমূহ নবীন-নবীনাগণের মনোরঞ্জন ও বেশপারিপাট্যের সাহায্য করিতেছে। কুলকামিনীকুল শাঁখা রুলী ত্যাগ করিয়া অষ্ট্রীয়া ও জার্ম্মাণী হইতে আনীত সখের বেলওয়ারী চুড়ি ব্যবহার করিতেছেন। ফলতঃ আমাদের আচার-ব্যবহার বহুল পরিমাণে পাশ্চাত্যানুকারী হইয়া পড়িয়াছে এবং আমাদের এই সকল স্বেচ্ছাকৃত অভাব পূরণ জন্য আমরা বিদেশীয়দিগকে বহু কোটী

টাকা বৎসর বৎসর দিয়া আসিতেছি। এইরূপে দেশ হইতে বৎসর বৎসর কোটী কোটী টাকা বাহির হইয়া গেলে আমাদের আর্থিক অবস্থা কদাপি উন্নত হইতে পারিবে না এবং তাহাতে ভারতের সমূহ অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। সুতরাং ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কিরূপে ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহা একটী গুরুতর চিন্তনীয় বিষয়। এই প্রবন্ধে সেই বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছি।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবাসিগণকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম পল্লীবাসী, দ্বিতীয় সহরবাসী। ইউরোপীয় সভ্যতার কেন্দ্র, সহর। সহর ধনীদিগের আবাসস্থল, বিলাসের ক্রীড়াভূমি, বাণিজ্যের বিশাল বিপণি। সহরে কল-কারখানার অন্ত নাই; কোথাও বাষ্পীয়, কোথাও বৈদ্যুতিক, কোথাও বা গ্যাসচালিত কলের সাহায্যে অহরহঃ নানাবিধ পণ্য পৃথিবীর বাজার সমূহের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। পাশ্চাত্য সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষেও দিন দিন সহরের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে এবং ধনবান্ লোকেরা তথায় আসিয়া বসবাস করিতেছেন।

দরিদ্রের কুটীর লইয়াই পল্লীগ্রাম। আমাদের দেশের শতকরা প্রায় ৯০ জন ভারতবাসীই পল্লীগ্রামে বাস করে। কোনও জাতির, আর্থিক, রাজনৈতিক অথবা অন্যবিধ অবস্থা জানিতে হইলে পল্লীগ্রামেই তাহা সবিশেষ জ্ঞাত হওয়া যায়, সুতরাং আমরা পল্লীগ্রামের কথাই প্রথমে আলোচনা করিব।

পল্লীর কথা মনে করিলে স্বতঃই কৃষককুলের কথা মনে পড়ে। পল্লী ও কৃষক যেন এক বৃন্তে দুটী ফুল, একটীকে ছাড়িয়া অন্যটী গ্রহণ করা যায় না। বাস্তবিকপক্ষে কৃষকগণকে বাদ দিয়া পল্লীর কথা আলোচনা করাই চলে না। আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকেরই উপজীবিকা কৃষিকার্য্য। কেবল কৃষিকার্য্যই প্রায় ২০ কোটী ভারতসন্তানের অন্নবস্ত্রের সংস্থান করিতেছে। তাহার পর কর্ম্মকার কুম্ভকার তন্তুবায় প্রভৃতি শিল্পিগণ প্রধানতঃ শিল্পব্যবসায়ী হইলেও জোতজমা হাল-বলদ রাখিয়া কৃষিকার্য্য দ্বারা অন্ন সংস্থান করিয়া থাকে, কেবলমাত্র 'জাতিব্যবসার' উপরই নির্ভর করিয়া এখন আর চলে না। এইরূপে পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে; ভারতের প্রায় ৩০ কোটী নরনারীই অল্প বা অধিক পরিমাণে, সাক্ষাৎসম্বন্ধে বা পরোক্ষভাবে,

কৃষিকার্য্যের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কৃষিই ভারতের জীবন এবং ইহার উন্নতি বা অবনতির সহিত ভারতের সুখদুঃখ ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ, তাহা বলাই বাহুল্য।

ভারতের বর্ত্তমান কৃষিপ্রণালী সন্তোষজনক কি না এবং তদপেক্ষা উন্নত উপায় দ্বারা অধিক শস্য লাভ করা সম্ভবপর কি না এখন তাহাই দেখা যাউক।

যেখানে কৃষক বৈশাখের দ্বিপ্রহর রৌদ্র অথবা আষাঢ়ের অবিরাম মুষলধারা অনাবৃত মস্তকে ধারণ করিয়া, মনের আনন্দে গলা ছাড়িয়া,

'মন তুমি কৃষি-কাজ জান না,
এমন সোণার জমিন, রৈল পতিত,
আবাদ করলে ফলতো সোণা।'

গায়িতেছে আর মাঝে মাঝে 'শালার গরু নড়ে না' বলিয়া দক্ষিণ-হস্তস্থ লগুড় দ্বারা শীর্ণ বলীবর্দ্দদ্বয়ের পৃষ্ঠোপরি তাল রাখিতেছে সেইখানে যাইয়া দেখ, তাহার শিক্ষা বা জ্ঞান কিরূপ আর তাহার কর্ষণের যন্ত্রই বা কিরূপ! দেখিবে কৃষক লেখাপড়া কিছুই জানে না, কিসে তাহার ভাল হইবে তাহা ভাল করিয়া বুঝে না, সে কেবল গোমস্তা বাবুকে তহরিক, আবওয়াব নজরানা দিতে, পুলিশের কনষ্টবল প্রভুকে ইহকালের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা ভাবিয়া সাত সেলাম দিতে আর মহাজনের নিকট সামান্য কর্জ্জ লইয়া আজীবন সুদ গণিতেই শিখিয়াছে। তাহার ভাল মন্দ উন্নতি অবনতি সে সব বিশ্বেশ্বরকে অর্পণ করিয়া নিশ্চেষ্ট 'ঠুঁটো জগন্নাথ' সাজিয়া বসিয়াছে। তাহার ইহকালের সহায় পঞ্জরসার শীর্ণ বলীবর্দ্দদ্বয় যেন 'কৃষ্ণকে জবাব দিতে' সব সময়েই প্রস্তুত হইয়া আছে, কেবল কৃষ্ণ ঠাকুরের জবাব-গ্রহণেরই যা অপেক্ষা। তাহার পর দেখ তার কর্ষণযন্ত্র লাঙ্গলখানি। দেখিতে পাইবে যে সেখানি সমস্তই কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কেবল 'ফাল'খানিই লৌহনির্ম্মিত। এই ফালখানিই ভূমিকর্ষণ-কার্য্য সম্পাদন করে, কাষ্ঠগুলি সাক্ষাৎভাবে কর্ষণ করে না। ফালখানি সচরাচর ৮।১০ ইঞ্চি লম্বা হইলেও কর্ষণের সময় ৩ ইঞ্চির অধিক মৃত্তিকাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং এই ৩ ইঞ্চি মাটীই ওলট পালট করিয়া আমাদের দেশে শস্য রোপণ বা বপন করা হয়। এইরূপ একখানি প্রচলিত লাঙ্গল দ্বারা দৈনিক ১ বিঘা জমি কর্ষণ করাও সম্ভবপর নহে; সুতরাং এইরূপ

কৃষিযন্ত্র কৃষিকার্য্যের সহায়ক না হইয়া অবনতির অন্যতম কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখন দেখা যাউক, অন্যান্য দেশে ভূমি কিরূপে কর্ষিত হয় এবং তাহাদের কর্ষণপ্রণালী আমাদের দেশের কর্ষণপ্রণালী অপেক্ষা উন্নত কি না এবং তদ্দেশীয় কর্ষণপ্রণালী ভারতে প্রচলিত করা সম্ভব কি না। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্য সকল বিষয়ে জগতের দৃষ্টান্তস্থল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই রাজ্য কৃষিবিভাগেও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়াছে। সেখানে ভূমিকর্ষণের জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাহা আমাদের লাঙ্গল হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। বাষ্পচালিত এই যন্ত্র একখানি ইঞ্জিনের ন্যায়। কৃষক সেই যন্ত্রে আরোহণ পূর্ব্বক কোচবাক্সে বসে এবং সেইখানে বসিয়াই অনায়াসে কর্ষণকার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকে। আমাদের দেশের কৃষকের মত তাহাকে লাঙ্গলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে হয় না, সেই যন্ত্রের নিম্নদেশে ১২। ১৪টী 'ফাল' সংযুক্ত থাকে এবং সেগুলি একই সময়ে উক্তসংখ্যক লাঙ্গলপদ্ধতি অঙ্কিত করে। এই ফালগুলি ১৮ ইঞ্চি নিম্ন পর্য্যন্ত ভূমি কর্ষণ করিতে পারে এবং চলিবার সময়েই ইহাদিগকে ইচ্ছানুযায়ী উচ্চনীচ করিতে পারা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা দুইজন লোকে একদিনে ৩৬ একার (acre) ১০৮ বিঘা জমি কর্ষণ করিতে পারে। এই বাষ্পচালিত বৈজ্ঞানিক কর্ষণযন্ত্র কৃষিকার্য্যের পক্ষে সবিশেষ উপযোগী হইলেও আমাদেশ দেশে উহা বহুল পরিমাণে ব্যবহার করিতে পারা যাইবে না। কারণ আমাদের দেশে উত্তরাধিকার আইনের কল্যাণে বৃহৎ বৃহৎ কৃষিক্ষেত্র কচিৎ নয়নগোচর হয় মাত্র। তবে সুন্দরবন ও অন্যান্য যে সকল স্থানে নূতন গ্রাম-পত্তন হইতেছে সেখানে এই কর্ষণযন্ত্র ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহার জন্য অশ্বচালিত লৌহ-লাঙ্গল ব্যবহার করিলে সবিশেষ উপকার পাইবার সম্ভাবনা।

আমাদের দেশে এইরূপ মই দেওয়া, বীজবপন, আগাছার উচ্ছেদসাধন, জলসেচন, শস্যচ্ছেদন, গাছ হইতে শস্য পৃথক্‌করণ প্রভৃতি সকল কার্য্যই কৃষককে স্বহস্তে নিষ্পন্ন করিতে হয়, কিন্তু আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এ সমস্তই যন্ত্রযোগে সুসম্পন্ন হইয়া থাকে, কৃষককে স্বয়ং কিছুই করিতে হয় না। এই সকল যন্ত্র আমাদের দেশে আমদানী করিয়া কৃষিকার্য্যের সহায়ক করিতে

পারিলে কৃষকের পরিশ্রমেরও লাঘব হয়, অধিকন্তু শস্য অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হইয়া দেশের অর্থবৃদ্ধি এবং কৃষককে অঋণী করে।

কিন্তু ঐ সকল বৈজ্ঞানিক, মূল্যবান্ যন্ত্র এ দেশে লইয়া আসে কে? কৃষক ত একে মূর্খ, তাহাতে সে দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। সে ত সরস্বতীর ধার দিয়া চলে না, জগতে কোথায় কি হইতেছে সে খবর রাখে না; সে দৈনিক গুরুতর পরিশ্রমের পর দুটী পেট ভরিয়া খাইতে পাইলেই কৃতার্থ হয়, না পাইলে নিরাশার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলে যে "ভগবান্ আজ মর্পেন নাই"। সে কোথা হইতে এই "সাত সমুদ্র তের নদী পারের" লাঙ্গলের কথা জানিবে আর জানিলেই বা কিরূপে তাহা কিনিতে পারিবে? না আছে তার ঘরে অন্ন, না আছে তার ঘটে বিদ্যা। আর ইংরাজী-শিক্ষিত বাবুসমাজ? তাহাকে এ সব কথা তাঁহারা জানাইবেন কিরূপে? তাঁহারা তাহার নামে নাসিকাকুঞ্চন করেন, তাঁহারা অবজ্ঞাভরে তাহার নাম রাখিয়াছেন 'চাষা'। তাঁহারা তাঁহাদের অন্নদাতা কৃষকের সহিত আলাপ করিতে লজ্জা অনুভব করেন। জ্ঞানলাভের কি শোচনীয় পরিণাম! সে যাহাই হউক, কৃষক যখন নিজে বিদ্যাহীনতা ও অর্থহীনতার জন্য এ সব কিছু শুনিল না শিখিল না, ইংরাজীশিক্ষা-গর্ব্বিত বাবুসমাজ যখন তাহাকে এ সমাচার শুনাইল না শিখাইল না, তখন আর কে কৃষকের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু আছে, যে তাহাকে বুঝাইয়া দিবে যে কৃষিকার্য্য যন্ত্রের সাহায্যে হইতে পারে, জমিতে সার না দিলে ফসল অল্প হয়, পর্য্যায়-রোপণে ও বীজ-নির্ব্বাচনে ফসল অধিক জন্মায়? এইরূপ জমিতে পাট, ওরূপ জমিতে ধান, অপর একরূপ জমিতে যব গম ভাল জন্মিতে পারে, তাহাই বা কে তাহাকে বলিয়া দিবে? দাদন লইয়া চাষ করিলে লাভ অল্প হয়, মহাজনের নিকট হইতে টাকা না লইয়া 'যৌথ ঋণদান-সমিতি' হইতে টাকা কর্জ্জ লইলে সুদ অল্প লাগে, নায়েব গোমস্তা বা জমিদারের পুত্রকন্যার বিবাহ অথবা পিতামাতার শ্রাদ্ধে নজর দেওয়া, দারোগাবাবুর পূজার প্রণামী ও চৌকিদার দফাদারের পূজার পার্ব্বণী দেওয়া যে তাহার ইচ্ছাধীন এবং তাহার জন্য কেহ তাহাকে বাধ্য করিতে পারে না, তাহাই বা তাহাকে কে বুঝাইয়া দিবে? দেশের লোক যখন তাহার কথা ভাবিয়া দেখিল না, তখন বাকী রহিল মাত্র বিদেশীয় গবর্ণমেণ্ট। সরকার

কৃষককে রক্ষা করিবার কি উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, এইবার তাহা দেখি।

( ক্রমশঃ )

শ্রীগৌরীশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়,
বিএ ক্লাস।

---

## আর্থারের বিদায়-গ্রহণ।

( টেনিসনের অনুসরণে )

( প্রোফেসর শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী কর-রচিত )

কাল-প্রবর্ত্তনে প্রথা পুরাতন,
চলে যায় দিয়ে নবীনে আসন ;
ইচ্ছাময় ইচ্ছা—মানব-মঙ্গল—
বিবিধ বিধানে করেন সফল,
এক(ই) সুনিয়ম, পাছে চিরন্তন
আবিলতা আনে ধরায় নূতন !
শান্ত হও বীর, আপনাআপনি ;
কি শকতি মম দিতে সেই মণি ?
সাঙ্গ আজি মম জীবনের ব্রত,
যা কিছু করেছি কর্ত্তব্য নিয়ত
ঈশ্বরে অর্পিনু সর্ব্ব কর্ম্মফল,
করুণার ধারে করুন নির্ম্মল !
যতদিন ছাড়ি না যাবে সংসার
না হের আমারে যদি পুনর্ব্বার
কর এই সার কর্ত্তব্য জীবনে
আত্মার আমার মুক্তির কারণে
বসি নিরালায় প্রেম-ভক্তিভরে
রহি এক ধ্যানে প্রার্থিবে ঈশ্বরে !